R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

Our Bricks are made of soil
Your dreams are made of our toil
NIRMAN
"Piyal Kunja"
Kamal Kumari Devi Sarani
Haridasnagar
P. O. Raghunathganj
Dist. Murshidabad
Phone : Office 28 Resi : 161

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি. ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৬শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৭শে আষাঢ় বুধবার, ১৩৯৬ সাল। ১২ই জুলাই, ১৯৮৯ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲

যেমন খুশি সাজো আর যা কিছু করো'র কমপিটিশন চলছে জঙ্গিপুর পুরসভায়

বিশেষ সংবাদদাতা : ডামাডোলের রাজত্ব চলছে জঙ্গিপুর পুরসভায় বেশ কয়েক বছর ধরে। তার উপর বর্তমানে নির্দলীয় চেয়ারম্যান বাম জোটের সহায়তায় টিকে থাকার ফলে কাজকর্ম চলছে খেয়াল খুশি মাফিক। এ এক অদ্ভুত বোর্ড। যার চেয়ারম্যান নির্দলীয়, ভাইস-চেয়ারম্যান কংগ্রেসের। আবার বোর্ড টিকে আছে বাম জোটের খেয়াল খুশিতে। ফলশ্রুতি সিটু পরিচালিত কর্মী ইউনিয়নের পোয়া বারো। তাঁদের শাসন করার কেউ নেই, কাজের কৈফিয়ৎ চাওয়া তো দূরের কথা। দীর্ঘ দিন ধরে খালি পড়ে থাকা শিক্ষকতাদের জন্য চল্লিশ জনের নাম পাঠানো হয় প্যানেল মঞ্জুর করতে। প্রায় ছ' মাস পর গত মাসে প্যানেল মঞ্জুর হয়ে আসে। এই মঞ্জুরী কাজের তদারকি করতে কলকাতা যাতায়াতে (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বক্রপথে বক্রেশ্বর প্রকল্পের টাকা আদায় !

সাগরদীঘি : বক্রেশ্বর প্রকল্পের জন্য এতদিন বামপন্থীরা রক্তদান, বেতন থেকে অর্থ দান প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থ সাহায্য দিয়ে আসছিলেন। এবার কিন্তু টাকা যোগাড়ে তাঁরা বাঁকা পথ বেছে নিয়েছেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি সাগরদীঘি গ্রুপ ইলেকট্রিক সাপ্লাই গ্রাহক বিলের টাকার সঙ্গে জোর জুলুম করে ও ভয় দেখিয়ে বক্রেশ্বর প্রকল্পের জন্য মোটা চাঁদা আদায় করছেন বলে গ্রাহকেরা অভিযোগ করেন। মনিগ্রামের প্রয়াত আশুপ্রসন্ন গাঙ্গুলীর স্ত্রীর পক্ষ থেকে জনৈক ব্যক্তি গত ২৫ মে তিন মাসের বিল বাবদ ১৭'৩৪, ১৫'০০ এবং ১৫'০০ মোট ৪৭'৩৪ টাকা জমা দিতে গেলে ইলেকট্রিক অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মী তাঁর বিলের সাথে বক্রেশ্বর প্রকল্পের চাঁদা বাবদ ৫০ টাকা দাবী করেন। উক্ত ব্যক্তি ঐ টাকা দিতে অস্বীকার করলে কর্মীটি তাঁর বিল ফিরিয়ে দিয়ে বলেন টাকা জমা নেওয়া হবে না এবং লাইন কেটে দেওয়া হবে। এর প্রতিবাদ করলে তাঁকে ভিতরে (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

'আরকো'র ফাঁসে রবীন্দ্র ভবন কমিটির নাজেহাল অবস্থা

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৪ জুন স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনের কাজ সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে মহকুমা শাসকের চেম্বারে এক আলোচনা সভা হয়। অসম্পূর্ণ রবীন্দ্র ভবনের দরজা, জানালা, মেঝে, ইলেকট্রিক ও বসার ব্যবস্থাদি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলে। স্থানীয় নাগরিকদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য ছাড়াও, ডি এমের স্মল সেভিংস খাত থেকে টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা করতে মহকুমা শাসক ডি এমকে অনুরোধ করে চিঠি দেবেন বলে ঠিক হয়। রবীন্দ্র ভবন কমিটির ফাণ্ডে বর্তমানে মাত্র ৭০০ টাকা মজুত আছে বলে জানা যায়। অন্যদিকে খবর, 'আরকো' কোম্পানীর দাবীমত ৭৮ হাজার টাকার ফাঁসে জড়িয়ে পড়ে রবীন্দ্র ভবন কমিটির নাজেহাল অবস্থা। জানা যায়, ১৯৮৪ সালে এস ডি ও পি ডব্লু ডির চেম্বারে এক আলোচনা সভায় কলকাতার 'আরকো' কোম্পানীর প্রতিনিধিদের ডাকা হয় এবং রবীন্দ্র ভবনকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে উক্ত কোম্পানীকে প্ল্যান ও এষ্টিমেট তৈরীর ভার (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

উদ্বৃত্ত কর্মী সমস্যায় জল বিদ্যুৎ প্রকল্প সহায়ক হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কা ব্যারেজের ফিডার ক্যানেলের জল থেকে ৫০ মেগাওয়েট জল বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন বলে খবর। সেই পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৮ জুন প্ল্যাট চত্বরে ব্যারেজ ও এন টি পি সি কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি জরুরী আলোচনা হয়। উভয় কর্তৃপক্ষের কেউই আলোচনার বিষয়বস্তু ছাড়া তার গতি প্রকৃতি প্রকাশ করতে সম্মত হননি। (শেষ পৃঃ দ্রষ্টব্য

জঙ্গিপুর পারে আগে ওয়াটার সাপ্লাই চালুর চেষ্টা

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৫ জুলাই রাজ্যের বিদ্যুৎ-মন্ত্রী প্রবীর সেনগুপ্ত স্থানীয় পুর অফিসে আসেন। তিনি এখানকার জলসরবরাহ কর্মসূচীর ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন। পুরবোর্ডের অন্তর্গত দুটি শহরে জল সরবরাহ (ওয়াটার সাপ্লাই) চালু করতে ১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা খরচ হবে। কিন্তু বর্তমানে রাজ্য সরকারের পক্ষে ঐ বিপুল পরিমাণ অর্থ দেওয়ার (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

সুতী-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনাস্থার মুখে

বিশেষ সংবাদদাতা : বামফ্রন্ট গরিষ্ঠতা পেয়ে সুতী ১নং পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করেন। সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা কংগ্রেস-৫, আর এস পি-৬ এবং সি পি এম-৭, প্রধান ৬ জনই বামফ্রন্টের, এম এল এ ও এম পি দুই বাম দলের (আর এস পি এম এল এ-১, সি পি এম পি-১) নমিনেটেড মেম্বার-৪ অর্থাৎ সমিতির সদস্য সংখ্যা মোট ৩০ জন। কিন্তু শরিকী বিবাদ ও অন্তর্কলহে (শেষ পৃঃ দ্রষ্টব্য

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে আষাঢ় বুধবার ১৩৯৬ সাল

'দিনগুলি মোর...'

খাদ্যসুখে এক সময় জঙ্গিপুর রঘুনাথগঞ্জ শহরের একটা খ্যাতি ছিল। বাহিরের অনেকে এখানে আসিয়া রসনা পরিতৃপ্ত করিয়া আত্মিক সুখ লাভ করিতেন। প্রাক্ স্বাধীনতা কালে এখানে খাইয়া এবং খাওয়াইয়া আনন্দ লাভের যথেষ্ট কারণ ছিল। তখন এমন বহুমুখী ব্যাধি ছিল না। অধিক ফলনের তাগিদে রাসায়নিক প্রয়োগে আনাজ সবজি বিস্বাদ হয় নাই; ঢেঁকিছাঁটা চাল ও জাঁতাপেষা আটা স্বাদে ও খাদ্যমূল্যে পূর্ণ ছিল। পাকাফলের সুরস ও সুঘ্রাণই কি কম ছিল। গরীবের সংসারেও অন্ততঃ এক বেলা আমিষ অর্থাৎ মাছ দেখা যাইত।

জমানা বদলাইয়া গেল। লোকসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটিতে লাগিল। উৎপাদন বাড়াইবার নানা চিন্তা-ভাবনা শুরু হইয়া গেল। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া লব্ধ নানা শঙ্কর জাতির ধান, গম জমিতে উৎপন্ন হইতে লাগিল। অধিক ফলনের জন্য বিবিধ সার প্রয়োগ চলিতে থাকিল। বসবাসের সমস্যা সমাধানের জমি কমিতে লাগিল। অভাব পূরণের জন্য বনসম্পদ বিনষ্ট করা চলিল, স্বাভাবিক কারণেই উৎপাদনের ব্যাপারে কৃত্রিম উপায় অবলম্বিত হইল। মৃত্তিকার স্বাভাবিক উর্বরতা চলিয়া গেল। তাই কী শস্য, কী বিবিধ সবজি সর্বক্ষেত্রেই রাসায়নিক সারের মুখাপেক্ষী হইতে হইল। এতদঞ্চলেও নয়া জমানার প্রভাব পড়িল।

ফলতঃ উৎপাদন বাড়িল; স্বাদ চলিয়া গেল। তা যাক। আজ জঠরপূর্ণতাই এক সমস্যার বিষয়। কেননা, সব কিছুই অগ্নিমূল্য। জোগান ও চাহিদার তারতম্যের জন্যই এমনটি হয়। প্রচুর ভোক্তা; উৎপাদন তদনুপাতিক নয়। এই বিষমতার মোকাবিলা করা হইতেছে প্রধানতঃ নানা ভেজালের সহায়তায়। সরিষার তেলে সরিষা এক চতুর্থাংশ, বাকিটা নানাবিধ তৈলিক ভেজাল। ঘৃতে—আসল কিছুই নাই, ঘৃতের লেন্টযুক্ত নানাবিধ চর্বি। তৈয়ারী খাদ্যই হোক, আর তাহার উপকরণাদিই হ'ক শতকরা ৭৫ ভাগ ভেজালযুক্ত। দুধ, ঔষধপত্র, কয়লা ঘুঁটে, কেরোসিন প্রভৃতি এমন জিনিস নাই যাহা ভেজাল শূন্য। কারবাইডপক্ক ফল রংদার, কিন্তু স্বাদশূন্য। বরফের চাদরঢাকা মাছ বা হিমঘরের মাছ নামেই মৎস্য। রসনায় তাহার আভিজাত্যের পরিচয় মিলে না।

ইহার সহিত আরেক উপসর্গ। ব্যবসায়িক অসাধুতা। ফল অস্বাভাবিক দর। অগ্নিস্পর্শী দরের মোকাবিলা করা সাধারণের সাধ্যাতীত। টাকার মূল্য নামিয়াছে, অর্থনীতির সূত্রানুযায়ী তাই দর বাড়িয়াছে ইহার উপর বিষস্ফোটক—মজুতদারী ও চোরাকারবার। মণিকাঞ্চনযোগ।

এই শহর অঞ্চলে উল্লেখিত আধুনিক প্রভাব পুরামাত্রাই পড়িয়াছে। খাদকদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া কুলীন অকুলীন সর্বশ্রেণীর মৎস্য পাকা ফল নানা শিল্পনগরীতে পাড়ি জমাইতেছে। জঙ্গিপুরের আম-লিচু, মাছ, মিষ্টান্ন প্রভৃতির খাদ্যসুখ আজ স্বপ্নের কথা।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

অকর্ণ মাঝি খুন প্রসঙ্গে

গত ইং ৭/৬/৮৯ তারিখে আপনার পত্রিকায় আমাদের গ্রামের যে খবরটি পুলিশ সূত্রের খবর বলে আপনারা প্রকাশ করেছেন তা সঠিক নয়। অকর্ণ মাঝি একজন সৎ, বলিষ্ঠ ও নির্দোষ যুবক ছিল। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে সবসময় প্রতিবাদ করতো। তার নামে এ যাবৎ থানা বা কোথাও কোনই অভিযোগ নাই। পুলিশ যা বলেছে তা বিশেষ একটি দলের হুকুমে বলেছে। সেদিন অকর্ণ নেশা করেনি বা গালাগালিও দেয়নি। হিন্দুপাড়ায় কিছু সমাজবিরোধী সব সময়ে আড্ডা দিত এবং মেয়েদের দেখলে টিটকারি দিত। সে তারই প্রতিবাদ করলে ঝগড়া হয় এবং সি পি এমের এর বাণী ইসরাইল এর হুকুমে ঐ দলেরই আলা সেখ বোমা মারে। ঐ বোমা সরবরাহ করে কংগ্রেসের আসরাফ। খুনের ঘটনার একটু পরেই অকর্ণের বাড়ী লুঠ হয়। ও পাড়ায় বোমা ফাটে। হারুয়া, ডাঁই ও অন্যান্য গ্রামের দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তিদের সঙ্গে বংশবাটির একটি সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের যোগাযোগ। বর্তমানে পুলিশ ক্যাম্প তাদের সঙ্গে গলাগলি করে চলেছে। বাণী ইসরাইল পার্টির লোক বলে আসামীর তালিকায় তার নাম নেই। এখন অবস্থা ভয়াবহ। আশাকরি আমাদের প্রতিবাদ গ্রামের পক্ষ থেকে পাঠানো হোলো। আপনি ছেপে প্রকৃত ঘটনা মানুষকে জানিয়ে দেবেন। ইতি—৮/৭/৮৯।

নীলকান্ত মাঝি ও অন্যান্যরা
বংশবাটী

প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনে রাজনীতির প্রতিফলন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৮-৯ জুলাই স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা ২০তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৮ জুলাই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রবীণ শিক্ষক বিপদভঞ্জন সরকার। সম্পাদকীয় বিবৃতিতে সম্পাদক প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কার্য্যকলাপের সমালোচনা করেন ও নানা প্রতিবাদী বক্তব্য তুলে ধরেন। সভাপতি অরুণ দাস বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন দোষ ত্রুটির কথা ব্যাখ্যা করেন। মুর্শিদাবাদ জেলার ৩৭টি সার্কেলের শিক্ষক প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগ দেন। রাজ্য সভাপতি নিখিলকুমার বসু তাঁর ভাষণে বলেন, প্রাথমিক স্কুলগুলিতে এখনও ছাত্রছাত্রীদের বই সরবরাহ করা হয়নি! তার কারণ সম্বন্ধে তিনি অভিযোগ করেন পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এখনও বই ছাপানোর ব্যবস্থাই করেননি। যে প্রকাশককে বই ছাপানোর জন্য প্রায় দু'কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে তিনি জ্যোতিবাবুর নিকট আত্মীয়। রাজ্য সম্পাদক সনৎ মিশ্র বলেন বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা যা রাজ্য সরকার চালু করেছেন তা অবৈজ্ঞানিক এবং আমরা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। এই সময় অনেক প্রতিনিধি সভা ত্যাগ করে চলে যান। তাঁরা অভিযোগ তোলেন এখানে শিক্ষক প্রতিনিধিদের কাছ থেকে ১০০/১৫০ টাকা করে তোলা হয়েছে এবং প্রায় ৩৫০ জন প্রতিনিধির কাছ থেকে আদায় হয়েছে ৪০/৪৫ হাজার টাকা। কিন্তু তাঁদের যে খাদ্য সরবরাহ করা হয় তা অতি নিম্নমানের। এই নিয়ে রীতিমত গোলমালও শুরু হয়। নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় সেই গোলমাল ধামাচাপা দেওয়া হয়। প্রকাশ্য অধিবেশনে বিখ্যাত সাংবাদিক হলধর পটল. মান্নান হোসেন, বিরোধী দলনেতা আবদুস সাত্তার, মহঃ সোহরাব, সৌগত রায় প্রমুখ কংগ্রেসী নেতারা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের বক্তব্যেই রাজনীতির ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠে। শিক্ষকদের সমস্যার কথা বক্তব্যের মধ্যে থাকলেও শেষ পর্যন্ত সব বক্তব্যেই বামফ্রন্ট সরকারের দুর্নীতি, অত্যাচার প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে একই সুরে ধ্বনিত হয়। হলধর পটল তাঁর দীর্ঘ ভাষণে বলেন—প্রাথমিক শিক্ষা শক্ত ভিতের উপর দাঁড়াতে না পারলে ভবিষ্যতে শিক্ষা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারবে না। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের নবোদয় শিক্ষানীতির প্রশংসা করে বলেন এই নীতি পরিচ্ছন্ন কর্মসূচী ভিত্তিক। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকার তাঁদের নোংরা রাজনীতির স্বার্থে এর (৩য় পৃষ্ঠায়)

যেমন খুশি সাজো

(১ম পাতার পর)

এবং আনুষঙ্গিক ব্যাপারে খরচ হয়েছে প্রায় হাজার টাকা বলে জনৈক কমিশনার জানান। শিক্ষকদের ভ্যাকেন্সী ছিল ১৩টি, তারমধ্যে ১১ জনকে চাকরী দেওয়া হয়েছে। এই ভাগ্যবান ১১ জনের মধ্যে পাওয়ারফুল পুর কমিশনারের নিকট আত্মীয় একজন রয়েছেন। এমন কি জঙ্গিপুর শহরের গণ্ডীর বাইরেরও কয়েকজন আছেন। যাঁদের ক্ষেত্রে টাকা পয়সা লেনদেন হয়েছে বলে শহরে কাণাকানি চলছে। অপরদিকে দীর্ঘদিনের খালি পড়ে থাকা এ্যাটেণ্ডান্ট, মেসেঞ্জার পিওন, ক্লার্ক প্রভৃতি ৭টি পদে স্থায়ীভাবে লোক নিয়োগ না করে নিজেদের পছন্দমত ক্যাজুয়াল কর্মী নিয়োগ করে রাজনীতি করা হচ্ছে। এই পুরসভায় নাকি কোন ডেথ রেজিষ্টার মেন-টেন করা হয় না। সম্প্রতি কয়েক-জন কমিশনার এ ব্যাপারে আলো-চনার টেবিলে ডেথ রেজিষ্টার চালু করার সিদ্ধান্তের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে সেনেটারী বিভাগে একজন লোকও নিয়োগ প্রয়োজন হবে। কিন্তু আজও তা করা হয়নি। হেড ক্লার্কের পদে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করা হয়ে আসছে। এ বছর ঐ পদে লোক নেওয়া হবে বলে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় এবং একশোর উপর প্রার্থী নাকি আবেদন করেন। কিন্তু কোন সিলেকশন কমিটি গঠন না করে চেয়ারম্যান ও পাওয়ারফুল দু'একজন কমিশনার নিজেদের খুশিমত আবেদনকারী-দের মধ্য থেকে ২০ জনকে বাছাই করে পরীক্ষা দিতে ডাক দেন। ২০ জনের মধ্যে গত ৪ জুন ১২ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত ফলাফল ঘোষিত হয়নি বা এ ব্যাপারে কোন উচ্চ-বাচ্যও হচ্ছে না। আরও জানা যায়, ডাইরেক্টর লোকাল বডি বোর্ড পরিদর্শনে এসে নাকি অভি-মত দেন কর্মরত কর্মীদের মধ্য থেকে পদোন্নতি ঘটিয়ে প্রধান করণিক নিয়োগ করতে হবে। এখন কোন জনহিতকর স্কীমও সঠিকভাবে পুরসভায় রূপায়িত হচ্ছে না। খাটা পায়খানার উচ্ছেদ ঘটিয়ে লো কষ্ট স্কীমে পায়খানা নির্মাণের জন্য বিশ্ব-ব্যাঙ্কের লিবারেশন অফ ক্যাটেঞ্জার স্কীমে প্রচুর টাকা পুরসভাকে মঞ্জুর করা হয়। পুরসভাও নাগ-রিকদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যাঁদের প্রয়োজন নাই বা নতুন বাড়ী তৈরী করছেন তারাও ঐ সুযোগ পেলেন। অন্য ক্ষেত্রে যাঁদের প্রয়োজন তাঁরাই হা পিত্যেশ করে বসে রইলেন। পুরাতন খাটা পায়খানা উচ্ছেদ আর হলো না। নতুন বাড়ী তৈরী করে লো কষ্ট স্কীমের সাহায্য পেয়েছেন এরকম ১১নং ওয়ার্ডে ৮২টি, ১৩নং ওয়ার্ডে ৫৩টি এবং ১৪নং ওয়ার্ডে ১৪টি ঐ ধরনের পায়খানা হয়েছে। তদন্ত করলেই সব কিছু ধরা পড়বে। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? শহরে কতগুলি খাটা পায়খানা আছে তার লিষ্ট করার জন্য এক-জন কর্মী পূর্ব থেকে নিযুক্ত আছেন। তবুও জনসাধারণের পয়সা তছনছ করতে আরও এক-জনকে নিয়োগ করা হয় বলে খবর। রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য স্পেশাল গ্রাণ্ট মঞ্জুর হয়ে আছে ৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা ওই টাকার সম্পূর্ণটা খরচ হয়েছে ওপারের অর্থাৎ জঙ্গিপুরের রাস্তাঘাট মেরা-মত করতে। রঘুনাথগঞ্জ পারের পথঘাটের অবস্থা শোচনীয় হলেও ঐ টাকার ছিঁটেফোঁটাও এপারে খরচ করা হয়নি। এইসব ঘটনা প্রমাণ করে—বর্তমান পুরবোর্ড নাগরিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বা প্রয়ো-জনকে উপেক্ষা করে স্বজন-পোষণ, দলপোষণ এবং স্বস্বার্থরক্ষায় সব সময় ব্যস্ত। এবং পুর নাগরিক-দের সমালোচনার কোন মূল্য আছে বলে তাঁরা মনে করেন না।

বক্রপথে বক্রেশ্বর

(১ম পাতার পর)

গিয়ে অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়। কথামত অফিসারের সঙ্গে দেখা করলে তিনি বলেন—আমাদের উপর আদেশ বক্রেশ্বর প্রকল্পের জন্য ২০০০ টাকা তুলে দিতে হবে। তাই আমরা নিরুপায়। আপনাকে ৫০ টাকা দিতেই হবে। শেষ পর্যন্ত ১৫ টাকায় রফা হয় এবং তাঁর বিল জমা নেওয়া হয়। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কমেন্স ইউ-নিয়নের বিশেষ তহবিল আদায়ের রসিদ নং N/১৯৬৩-তে ঐ ১৫ টাকার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা গ্রামে আলোড়ন এনেছে।

রাজনৈতিক খুন

ধুলিয়ান ঃ গত ৯ জুলাই দুপুরে সামসেরগঞ্জ থানার উত্তর জয়কৃষ্ণ-পুর গ্রামে গোষ্ঠিদ্বন্দ্বে ফরাক্কার ইদু সেখ (৫০) খুন হয়। খবর, সাতজন সি পি এম সমর্থক পাইপ-গান বোমা, ধারালো অস্ত্র দিয়ে ইদুকে আক্রমণ করে। ঘটনা-স্থলেই তিনি মারা যান। এ ব্যাপারে কেউ ধরা পড়েনি।

মর্গে পোষ্টমর্টেম হচ্ছে না

রঘুনাথগঞ্জ ঃ স্থানীয় মর্গে বর্ত্তমানে কোন পোষ্টমর্টেম হচ্ছে না। এ ব্যাপারে ডাক্তারদের অভিমত—মর্গ নিয়ে দফায় দফায় মহকুমা শাসকের চেম্বারে আলোচনা হলেও এর কোন উন্নতি আজ পর্যন্ত হয়নি। তাই তাঁরা খোলা-মেলা জায়গায় আর পোষ্টমর্টেম করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর ফলে পোষ্ট-মর্টেমের জন্য ডেডবডি গাড়ী বন্দী করে বহরমপুরে নিয়ে যেতে হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

রাজনীতির প্রতিফলন

(২য় পাতার পর)

বিরোধীতায় মেতেছেন। প্রতিটি বক্তার বক্তৃতা শুনে মনে হচ্ছিল যেন তাঁরা আসন্ন নির্বাচনের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন—এই মন্তব্য উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের।

টাইটান কোয়ার্টজ টাটার অবদান

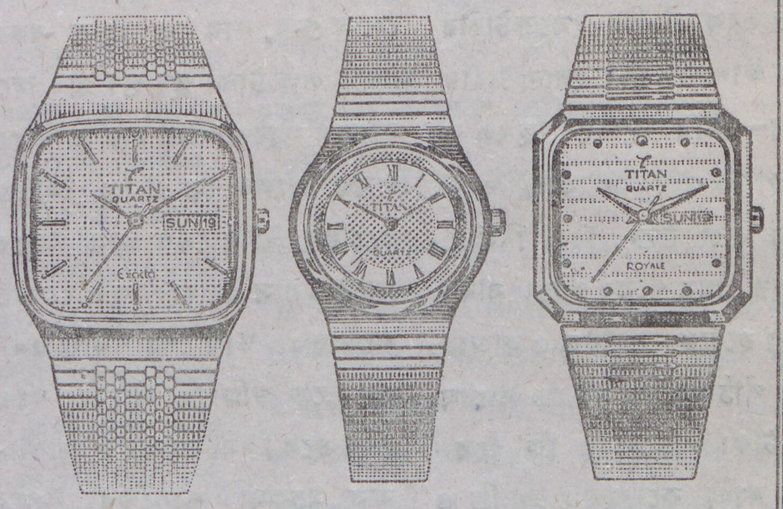

আর্ন্তজাতিক কোয়ার্টজ ঘড়ি-র অনুপম সম্ভার

২ বছরের গ্যারান্টী সহ,

মূল্য ৩৯৭ টাকা থেকে ১৮১৭ টাকা

অনুমোদিত ডিলার :-

সাহা ওয়াচ কোম্পানী

ফুলতলা মোড়, রঘুনাথ গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

OAKriti

কমিটির নাজেহাল অবস্থা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেওয়া হয়। আরকো সেই মত ১৩ লক্ষ টাকার একটি প্ল্যান এষ্টিমেট তৈরী করে দেন এবং সেই কাজের মূল্য স্বরূপ ৭৮ হাজার টাকার বিল কমিটির কাছে পেশ করেন। সেই সময় কমিটির হাতে ১৩ হাজার টাকা মজুত ছিল। রবীন্দ্র ভবন কমিটির সেক্রেটারী রাজেন লালা তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মহকুমা শাসক মিঃ ক্যাথিরেশনের সঙ্গে আলোচনা করে ৫ হাজার টাকা আরকো কোম্পানীকে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁদের ফাণ্ডের বর্তমান অবস্থার কথা জানান। কিন্তু বাকী টাকা না পাওয়ায় আরকো কোম্পানী রবীন্দ্র ভবনের সেক্রেটারী, প্রেসিডেন্ট, এস ডি ও পি ডবলু ডি প্রমুখের বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করেন। নোটিশ পেয়ে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট মহকুমা শাসক নচেন টেম্পো জরুরী সভা ডাকেন এবং কি কারণে আরকো কোম্পানীকে ডাকা হয়েছিল তা রবীন্দ্র ভবন কমিটির সেক্রেটারীর কাছে জানতে চান। সেক্রেটারীর বক্তব্য—তিনি ভেবেছিলেন কোম্পানী স্বয়ং সব কাজ করে দেবেন এবং উক্ত বিল নির্মাণ কাজের প্রথম পর্বের খরচা বাবদ চাওয়া হয়েছে। কিন্তু ৫ হাজার টাকা পাঠানর পর জানতে পারেন এই টাকা এষ্টিমেটের ফি বলে তাঁরা দাবী করেছেন। এস ডি ও সমস্ত ঘটনা ডি এমকে জানিয়ে-দেন। ঐ ভাবেই সব কিছু পড়ে রয়েছে বলে জানা যায়। এই অবস্থায় দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্র ভবনের হাতে রয়েছে মাত্র ৭০০ টাকা আর দেনা রয়েছে ৭৩ হাজার টাকা। তার উপর পড়ে আছে ভবনের হাড় পাঁজরা বের করা বিভীষিকা-ময় কঙ্কাল।

সভাপতি অনাস্থার মুখে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জর্জরিত হয়ে সি পি এম সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন মোট ১৪ জন সদস্য স্বাক্ষর করে। ঐ ১৪ জনের মধ্যে কংগ্রেসের ৫, আর এস পির একজন প্রধানসহ ৭ এবং বিক্ষুব্ধ

দুই সি পি এম সদস্যও রয়েছেন। গত ২৮ জুন বি ডি ও সুতী-১ কে আইনানুগ নোটিশ জমা দেওয়া হয়েছে বলে খবর। ঐ নোটিশের কপি সুতী ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, মহকুমা শাসক এবং জেলা পঞ্চায়েত অফিসারকে পাঠানো হয়েছে। অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশের আলোচনার দিন এখনও নির্দ্ধারিত হয়নি বলে জানা যায়।

ওয়াটার সাপ্লাই চালু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বহু অসুবিধা রয়েছে। সে কারণে তিনি আপাততঃ জঙ্গিপুর শহরে ওয়াটার সাপ্লায়ের কাজ শেষ করার ব্যাপারে মত প্রকাশ করেন। সেখানে পাইপ লাইনের কাজ ৯৫% শেষ হয়ে গেছে। প্রবীর-বাবু মন্তব্য করেন ৫০/৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করলেই জঙ্গিপুরে নববই সালের মধ্যে ওয়াটার সাপ্লাই চালু হয়ে যাবে। পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের তত্ত্বাবধানে এ কাজ অনেকদিন থেকেই ঢ়ি' পারে চলছে। কাজের শুরুতে বহু টাকা অযথা খরচ ও সময় অপচয় হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে সজাগ হতে এবং কাজের গতি ত্বরান্বিত রাখতে মহকুমা শাসককে কনভেনার করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানা যায়। অন্যদিকে এল আই সির কাছ থেকে পুরসভা জল সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে বৃহৎ টাকার লোন নেন, তার জন্য প্রতি বছর আড়াই লক্ষ টাকা সুদ গুণাগার দিতে হচ্ছে। আরও জানা যায় জঙ্গিপুর পারে জলের যে ট্যাঙ্ক নির্মিত হয়েছিল, সেখানেও এ ক' বছরে সিমেন্ট খসে লোহার শিক বেরিয়ে পড়েছে। তাই শেষ পর্য্যন্ত ৫০/৬০ লক্ষে জঙ্গিপুর পারের কাজ শেষ হবে কিনা সন্দেহ। প্রবীর-বাবু মহকুমা শাসকের দপ্তরে শহরের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সময় এখানকার ইঞ্জিনীয়াররা ব্যাপক বিদ্যুৎ চুরি, ট্রান্সফরমারে অন্তর্ঘাত প্রভৃতির অভিযোগ আনেন। মহকুমা শাসকের দপ্তরে আগামী ১৮ জুলাই এক গ্রুপ মিটিং হবে বলে ঠিক হয়।

জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সহায়ক হবে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তবে এটুকু জানা যায়, ব্যারেজের উদবৃত্ত কর্মী সমস্যা সমাধানে জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প সহায়ক হবে বলে উভয় কর্তৃপক্ষ মনে করেন। উল্লেখ্য, উদ্‌বৃত্ত কর্মী সমস্যা নিয়ে সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে জে সি এমের এক আলোচনা সভায় ফরাক্কার তিনটি কর্মী ইউনিয়নের সদস্য অনুপ মৈত্র, সহদেব বিশ্বাস ও জহরলাল মুখার্জী যোগ দেন। তবে সেই সভায় কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি বলে জানা যায়। উদ্‌বৃত্ত কর্মীদের ভারতের অন্যত্র বদলার চেষ্টা চলছে এবং প্রায় ছশো কর্মীর ভাগ্য এমত অবস্থায় ঝুলে রয়েছে। কর্তৃপক্ষ মনে করেন এই পরিস্থিতিতে যদি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি চালু করা সম্ভব হয় তবে কর্মীদের ঐ প্রকল্পে নিয়োগ করে অবস্থার সামাল দেওয়া সম্ভব।

জীবনাবসান

জঙ্গিপুর : গত ৩ জুলাই ছোট-কালিয়াই গ্রামের মদনমোহন দাস (৬৫) পরলোকগমন করেন। তিনি জঙ্গিপুর পুরসভার ভূতপূর্ব কমি-শনার ছাড়াও বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

WANTED

Wanted a B. A. in the deputation vacancy for Naith Shamseria Jr. High Madrasah P. O. Barala, Dt. Murshidabad. Candidates are asked to appear before the Selection Committee for interview on 25-7-89 at 11 a.m. in the school premises with original testimonials and three attested copies.

Secretary,
Naith Shamseria
Jr. High Madrasah

কিস্তিতে মোটর বাইক/স্কুটার/টিভি/বাস/লরী কিনবেন ?

বাড়ী করার জন্য লোন চান ? বাস্তু জমি বা পুরানো বাস, লরী, মোটর সাইকেল, টিভি প্রভৃতি কেনাবেচা করতে চান ? সত্বর যোগাযোগ করুন।

দিলসন্‌স্ মিউচুয়ালাইজার

DILSONS MUTUALISER

শ্মশানঘাট রোড, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৭৪২২২৫

বিঃ দ্রঃ ধুলিয়ান শাখা অফিস খোলার জন্য বেতন ও কমিশনে কর্মী চাই

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অমৃতরঞ্জন পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত